প্রার্থনার ছলে – মাহমুদ নোমান

তরী আর বাইতে পারলাম না
পায়ের গোড়ালি বেঁধে টানছে
বুকের কলহমুখর ঢেউ,
ফেনায়িত পিরিতির উচাটনে
নিয়ে যাচ্ছে এতোটুকু জানি বৃষ্টিধোয়া নাকের ঘামে –
গতকালের যতো মোষতাড়ানো রোদ
ঠিক এখন সন্ধ্যায়,
যাপিত আলোর ছায়ায়
আমার এতোদিনের বিশ্বাসের
ছিনিমিনি খেলা খেলছে

হৃদয়স্পর্শ – হাসান মাসুদ

তোমার চোখের জলছাপ
ডাকটিকিট হয়ে ফিরে এলো
আমার ঠিকানায়।

আমি পৌষের দিনের মতই
নিজেকে শুকাতে ব্যস্ত ভীষণ;

আমার হাতে গড়ান খাচ্ছে আগামীর সূর্য,
বুক পকেটে টুঙ্গিপাড়ার মাটি, রুপোর জল সেঁকে ভরে নিচ্ছি জ্বলজ্বলে রোদ্দুর।

এই ডাকঘরের গল্পটা
কলাপাতার নূপুরের মতই

আমাকে কাছে টানছে
যেমন টেনেছিল আমার কলাবউ।

ভালোবাসা মন্দবাসা – মাহবুবা করিম

যদি প্রেমিক না হন
অভিশাপ দেই,
আপনার যৌবনে পোকা ধরুক,
খুব বাজে রকম পঁচে যাক আপনার অন্তর।

যদি প্রেমিক না হন?
তবে-এইসব ন্যাকামি ছাড়ুন।
অযথাই মনের ভেতর খাবি খাবেন না প্লিজ। সাফ সাফ জানিয়ে দিন,
কেটে পড়ি।

কেটে পড়ি—
অজনাই থাক
কতটা বাজে রকম,
কতটা দুর্দান্তভাবে
কতটা আপোষহীন
কতটা বোকার মতো ভালোবাসি আপনাকে।

ফাগুন এলে – শেখ একেএম জাকারিয়া

পলাশ শিমুল কৃষ্ণচূড়ার
আছে যত ডাল,
ফাগুন এলে আমার দেশে
সব হয়ে যায় লাল।

বর্ণমালা শহিদমিনার
চোখের কোণে ভাসে,
ফাগুন এলে অ আ ক খ
মিটমিটিয়ে হাসে।

বাসন্তী রং প্রকৃতিতে
ঝিলিক দিয়ে ওঠে,
ফাগুন এলে বিশ্ববুকে
বাংলায় কথা ফোটে।

চাকরি – নূরনাহার নিপা

লেখাপড়া শেষ করেছি
হলো বছর চার
খুঁজে বেড়াই চাকরি রোজই
আমি যে বেকার।

বাবা মায়ের স্বপ্ন হাজার
এই আমাকে ঘিরে
সংসারেই হাল ধরিলে আমি আসবে সুদিন ফিরে।

বেকার আমি চাকরি খুঁজি

পাইনা দেখা তার
চাকরিটা যে সোনার হরিণ পেলাম না তার খোঁজ,

বোনটি রোজই প্রশ্ন করে পেলে চাকরি ভাই,
লজ্জাতে মুখ ঢাকি তখন
ক্যামনে তা বুঝাই?

লেখাপড়া শিখে ও আমি
দেশ ও দশের বোঝা
জানিনা শেষ হবে কবে
আমার চাকরি খোঁজা।

প্রজ্বলিত – শরীর নূরআলম

প্রজ্বলিত হিংস্রতায় বিনষ্ট হচ্ছে অংকুরিত সবুজ প্রাণ পিকাসোর তুলিতে বুকের চাঁদমারিতে
কেবলই আঁচড় টেনে যাচ্ছে বুলেটেরর শব্দ।
আগামী ফসলের ফলন্ত উদ্বেগী প্রত্যাশায়
স্নানোত্তর বাসন্তী ফুলেরা মাটিতে লুটিয়ে
হতাশায় দেখে বাড়ন্ত বীজের শরীর।
সাজছে সুগন্ধি লেবাসে মনোরমা
মেঘভাঙ্গা রোদে প্রজ্বলিত শরীর
খুঁজছে কালবৈশাখ
এগারোই জৈষ্ঠ্য
স্থপতি হয়ে কবিতার উর্বর ভূমিতে
রোপন করবে সূর্যের বীজ
আগামী দিন জন্ম নেবে সবুজ অংকুরে জলন্ত শরীর।

ছলাকলা – এম ডি মনির

আমারই চারিধার ভাংগিতেছে পাড়
ভাংগনের শব্দ শুনি বসে
এ জীবনের বাক করে ঘুরপাক
পায়ের মাটি যাচ্ছে ধ্বসে।

শুধু শুনি হা-হুতাশ শুনি মিথ্যে দীর্ঘশ্বাস বিশ্বাস করবো আর কাকে
এ যে স্বার্থের বালির বাধ ঢেউ করলেই আঘাত ঝুরঝুর ঝরে পড়ে পাকে।

সাধু সাজে চোর করে তোড়জোড়
স্বার্থের ঝুলি ভরে সারাবেলা
যে টুকু বিনয় সবই অভিনয়
নিশিদিন করে ছলাকলা।

আপন আপন করি আপন হাত ধরি
আপন কি কেউ হয় ?
আঁধার এলে ছাঁয়া যায় চলে
কেউ আপনার নয়।

ফেরেনি ভাইয়া ফিরেছে ২১শে ফেব্রুয়ারি – রুমানা খাতুন

২১শে ফেব্রুয়ারি ছিল-
ভাইয়ার যাওয়ার দিন!
ভাইয়ার কাছে রয়েগেছে কত-
স্মতি, শৈশবের কত ঋণ!

ভাইয়া যে দিন বিদায় নিলো-
বললো ফিরে আসবো!

ফিরব ভাষাকে মুক্ত করে-স্বাধীন মাতৃভাষার গান গাইবো!

সেই দিন থেকে পথ চেয়ে আছি-ভাইয়ার অপেক্ষায় !
ফিরবে ভাইয়া বলবে ডেকে আমায় – আই খুকি দুজন মিলে স্বাধীন-, মাতৃভাষার বিজয়ের গান গাই!

দিশাহীন আঁখী পথ চেয়ে থাকি-
ব্যাকহীন ভাষায়!
বুকের ভেতর কে যেনো কেঁদে –
কেঁদে বলে ভাইয়া তুমি কোথায়!
আবার ফিরে এলো ২১শে ফেব্রুয়ারি-
মাতৃভাষা হলো মুক্ত!

মুজিবের ভাষণ – শরিফুল ইসলাম

আসছে মুজিব-
বীর বাঙালির স্বপ্ন বহন করে,
বুকের গহিন স্পর্ধা ফলক ধরে।
স্বপ্ন গুলোর ঘুম ভাঙানোর লাগি
তন্দ্রা ঘুমের দিন করিবেই শেষ-
স্বপ্ন আমরা দেখবো এখন জাগি।

আসছে মুজিব-
ধূসর রঙের সে পাঞ্জাবিটা পড়ে, বঙ্গভূমির ভিত্তি দিতেই গড়ে। তোমার ঝুলিত স্বর্ণ রৌপ্য নাই তাই কি হয়েছে যা আছে চলবে তাতে-রুদ্ধ করবো যোদ্ধ হবেই ভাই।

আসলো মুজিব-
বললো এসব বললো অমর বাণী,

ভাষণ দিলেন মুক্ত হবেই রাণী।
বাংলা আমার রক্ষা করতে হবে
রক্ত দিয়েছি রক্ত আরোও দিবো –
তবুও বঙ্গ নামে মা থাকিবে ভবে।

তাঁরা রত্ন – মাহবুব-এ-খোদা

বাংলা আমার মাতৃভাষা
বুক ভরা তাই গর্ব,
উর্দুভাষা চাপিয়ে জিন্নাহ
বাংলা করবে খর্ব!

জানতে পেরে ছাত্রসমাজ
কার্ফু করল চূর্ণ।
পাকশাসকের মনের আশা
হলো না আর পূর্ণ।

রফিক, শফিক, সালাম, জব্বার বরকত ভাইয়ের রক্ত,
তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে বাংলা হলো শক্ত।

প্রভুর নিকট করে দোয়া দেখাই তাঁদের যত্ন,
বিশ্বজুড়ে বাংলা ভাষা নয় কি তাঁরা রত্ন?